ANSWER KEY

প্রঃ(১) নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো :-
অপার - অসীম, অবস্থা - দশা, নিতান্ত - একান্ত,
উপস্থিত - যে স্থানে রয়েছে, ক্ষমা-ভুল স্বীকার করা, অস্থির-চঞ্চল, ঠান্ডা - শীতল।

প্রঃ(২) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :-
ঠাকুর - ঠাকুরানী, পত্নী- পতি, মুনি - মুনিপত্নী

প্রঃ(৩) শব্দকে দু-ভাগে ভাগ করো :-
গাছতলা - গাছ+তলা অনেকবার - অনেক+বার
দশরথ - দশ + রথ দুখানি - দু + খানি
মুনিঠাকুর - মুনি + ঠাকুর
জোড়াহাত - জোড়+হাত

প্রঃ(৪) শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-
প্রাণ - প্রাণী, আমোদ -আমোদিত, অতিশয় - আতিশয্য
চালাকি - চালাক, কাতর - কাতরতা

প্রঃ(৫) বিপরীত শব্দ লেখো :-
শীঘ্র - দেরি, সকাল- সন্ধ্যা, পূর্বে - পরে, পরে-আগে,
সেদিকে- এদিকে, বড়ো-ছোটো, অস্থির - স্থির
তুষ্ট - রুষ্ট, আজ -কাল, ঠান্ডা - গরম, উপস্থিত-অনুপস্থিত, সীমা-সীমাহীন

প্রঃ(৬) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-
(ক) জমদগ্নি ছিলেন প্রাচীনকালের একজন ঋষি। ইনি পরশুরামের পিতা ছিলেন। তিনি বেদ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলেন।
(খ) ঋষি জমদগ্নির পত্নী ছিলেন রেণুকা। রেণুকা জমদগ্নি মুনির নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে আনতে দেরি করছিলেন বলে জমদগ্নি রেগে গিয়েছিলেন।
(গ) জমদগ্নি মুনি তীর ছুঁড়ছিলেন। তাতেই তার আমোদ হচ্ছিল।
(ঘ) জমদগ্নি মুনির পত্নী রেণুকা তার ছোঁড়া তীর কুড়োতে গিয়ে সূর্যের তাপে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেই কারণে মুনি সূর্যদেবকে তীর-ধনুক দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন।

(ঙ) সূর্যদেবের দেওয়া ছাতা ও এক জোড়া জুতো দেখে মুনি সেগুলিকে অস্ত্র ভেবেছিলেন। মুনির কাছে ছাতা ও এক জোড়া জুতো একটা অপরিচিত বস্তু ছিল। তিনি দুটোর ব্যবহার জানতেন না। তাই এ দুটোকে অস্ত্র ভেবেছিলেন।

প্রঃ(৭) জ্ঞানমূলক ও রচনাধর্মী প্রশ্ন :-

(ক) কথাগুলি জমদগ্নি মুনির। তিনি পত্নী রেণুকাকে একথা বলেছিলেন। মুনির এই মজার খেলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচন্ড গরমে বেচারী রেণুকার প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা। তখন তিনি মুহূর্তকালের জন্য একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

জমদগ্নি মুনির ছোঁড়া তীর কুড়োতে গিয়ে সূর্যের উত্তাপে তাঁর পত্নী রেণুকার খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল।

মুনি রাগ করলে রেণুকা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিতান্ত কষ্টের সঙ্গে বলেছিলেন যে প্রচন্ড রোদে তাঁর মাথার তালু তেতে গিয়েছিল এবং পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। সেই জন্য তিনি একটি গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন।

(খ) উক্তিটি জমদগ্নি মুনির

সূর্যদেব মুনির সঙ্গে চালাকি করেছিলেন।

জমদগ্নি মুনি যখন তাঁর পত্নী রেণুকাকে কষ্ট দেবার জন্য সূর্যের ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে তীর মারতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন ভীত সূর্যদেব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ঋষির কাছে এসে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর তেজের উপকারিতার কথা বললেন। সেটাই ঋষির কাছে চালাকি মনে হয়েছিল, যা সূর্যদেব ভয় পেয়ে করেছিলেন।

(গ) কথাগুলি জমদগ্নি মুনি বলেছেন।

তিনি সূর্যদেবকে একথা বলেছেন।

সূর্যদেব যখন ছাতা ও জুতো জোড়া জমদগ্নিকে দিলেন তখন তিনি আশ্চর্য হলেন। অপার বিস্ময়ে এবং কৌতূহলের সঙ্গে বস্তু দুটিকে অস্ত্র ভেব জমদগ্নি একথাগুলি বলেছিলেন।

জমদগ্নি মুনি যখন সূর্যদেবকে মুনিপত্নীর ক্লেশ লাঘবের উপায় করতে বললেন, সূর্যদেব তখন তাঁকে একটা ছাতা ও এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন। মুনি তো এমন বস্তু কখনও দেখেননি। মুনির কাছে এই দুটো জিনিস ছিল অপরিচিত বস্তু। তিনি দুটোর ব্যবহার জানতেন না। তাই এ দুটোকে অস্ত্র ভেবেছিলেন।